ARMED FORCES DAY 2000

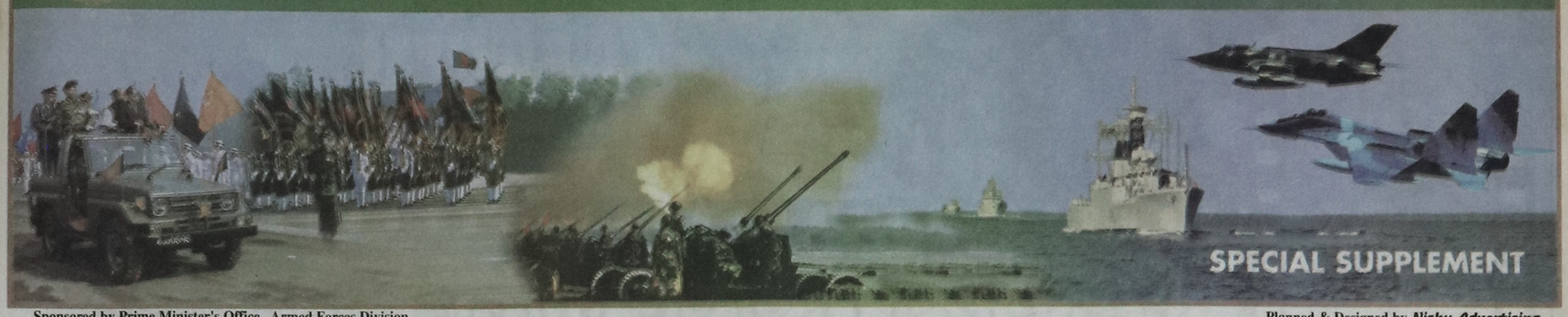

Sponsored by Prime Minister's Office, Armed Forces Division

Planned & Designed by *Nishu Advertising*

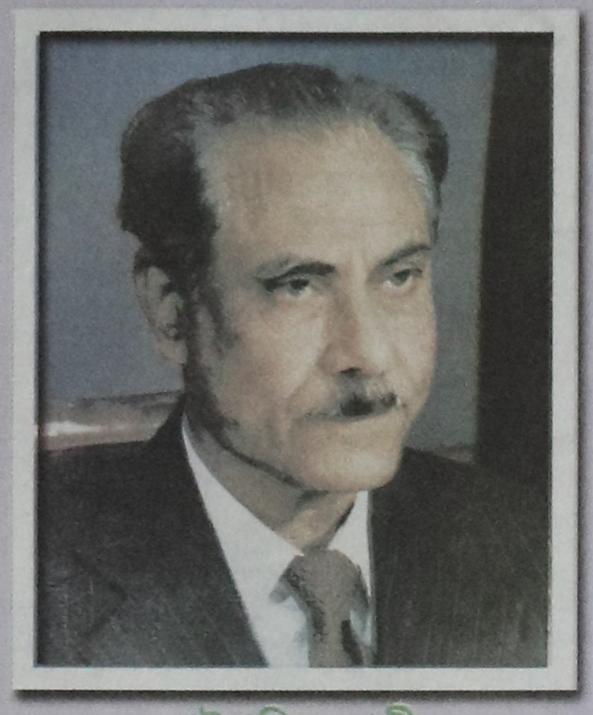

রাষ্ট্রপতির বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস উপলক্ষে আমি এ বাহিনীর সদস্যগণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। এ উপলক্ষে আমি দেশের স্বাধীনতার জন্য শাহাদত বরণকারী বীর শহীদদের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ এবং তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

আমাদের সশস্ত্র বাহিনী এ দেশের গৌরব। ১৯৭১ সালের এই দিনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সংগঠিত হয়ে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালিত করে। দেশের স্বাধীনতা অর্জনে সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ অবদানের কথা ইতিহাসে চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে। এই বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের উত্তরাধিকারী আমাদের আজকের সশস্ত্র বাহিনী দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার পাশাপাশি দেশ গঠনমূলক কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। আর্তমানবতার সেবা, দুর্যোগ মোকাবেলা এবং বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তার মাধ্যমে তারা নিয়ত জনকল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গন এবং জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে তাদের ভূমিকা প্রশংসনীয়। উন্নত পেশাগত মান অর্জনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টাসহ জাতির প্রয়োজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা সদা প্রস্তুত থাকবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

এই মহান দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর বৃহত্তর সাফল্য এবং সকল সদস্যের সুখ, শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ
রাষ্ট্রপতি ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক

SIGNIFICANCE OF GREAT ARMED FORCES DAY

Maj Gen Syeed Ahmed, BP, awc, psc

It is a matter of pride for us that we achieved our independence through long struggle and sacrifice. Unfurling of our National Standard in 1971 was marked by the battlefield sound of our War of Independence fought over nine months. Undoubtedly, the progress of battle during our War of Independence was hastened from the memorable day of '21 November', the day when the final and combined assault against enemy started with a single aim- 'the Victory'.

21 November of 1971– was the day when defence personnel along with the people of all spheres of activities kept on attacking enemy relentlessly. Since then though every move cost the life of innumerable motivated comrades, there was no looking back till the final victory was won on 16 December. The significance of the day needs to be felt by heart and it is our sacred responsibility to pass on the spirit of the 21st November 1971 to our future generation. But to understand the depth of the significance we need to look into the background history a bit.

Britishers after the victory in the Battle of Palassey in 1757 gradually occupied the entire subcontinent and continued to rule and perpetuate exploitation of the masses till 1947. In the face of continued mass movement for independence, Britishers vacated the sub-continent after about 200 years by creating two countries-India and Pakistan on religious line. This artificial partition was no succour for the Bengalees of East Pakistan. It was only the change of colonial yoke for the Bengalees of East Pakistan. Bangla, the spoken language of the majority people was set aside for Urdu to be the state language of Pakistan. The language movement of 1952, the movement to establish Bangla in its rightful place was faced with bullet and much blood was shed on the streets of Dhaka. Soon after West Pakistanees showed the same attitude as that of the Britishers in our own soil and the heinous face of our so-called Muslim brothers were unveiled. It was made to understand that they were the rulers and we were to be ruled. And so, the Begalees of East Pakistan under the dynamic leadership of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman decided to take the path of independence. To quell the uprisings of Bengalees, Pakistani rulers imposed 'Martial Law' in 1958 and thereafter instituted "Agartala Conspiracy" case. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the beloved leader of the Bengalees, alongwith many others were arrested. Even then the spirit of independence movement continued to gain momentum. In the face of mass upsurge the case against Bangabandhu and others was dropped and his release from jail further emboldened and united the Bengalees like a solid rock.

1970's general election result was the correct reflection of people's aspiration in which majority seats were won by Awami League under the leadership of Bangabadhu Sheikh Mujibur Rahman. But the very election victory of Awami League was denied by using military force. Since 25 March night the massacre, organised killing, looting and burning continued till the 16th December 1971, they wanted to terrorise and silence the Bengalees once for all. But the situation turned the other way because the marauding Junta failed miserably to appreciate the wrath of the so-called docile masses of East Pakistan. Initially, they took up arms in disorganised and short time defense-offensive moves. During the following eight months, as the freedom fighters gained experience those isolated military actions got better organised and finally shaped into the planned final assault from 21 November 1971 onward. Ultimately, the war ended with the fateful surrender of Pakistani soldiers and the resultant victory of Bengalee Nation.

Since independence, 21 November had been celebrated in a befitting manner with a package of national level programmes. To mark the importance of the day different programmes are also arranged from sunrise to sunset within three services. On this solemn day we must remember and fully identify ourselves with the masses as we did during our War of Independence in 1971. As such on the "Armed Forces Day 2000" we pray to Almighty Allah – please give us the ability to serve the nation during war and peace.

প্রধানমন্ত্রীর বাণী

সশস্ত্র বাহিনী দিবস ২০০০ উপলক্ষে আমি সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সকল সদস্যকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে জাতীয় দৈনিকসমূহে বিশেষ ক্রোড়পত্র ও জার্নাল প্রকাশসহ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির ইতিহাসে গৌরবময় এ দিবসে আমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আহবানে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে তৎকালীন সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সেনানীরা জাতির সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল গঠিত মুজিবনগর সরকারের অধীনে পরিচালিত হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। দেশের চূড়ান্ত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পরিচালিত এ যুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালের ২১শে নভেম্বর দেশপ্রেমিক জনসাধারণ, মুক্তিবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনী ও বিভিন্ন আধাসামরিক বাহিনীর সদস্যগণ সম্মিলিতভাবে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও সমন্বিত আক্রমণের সূচনা করে। হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীকে পরাজিত করে বিজয় অর্জনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি জাতির অগ্রযাত্রা ও বিজয়ের স্মারক হিসেবে প্রতি বছর ২১ নভেম্বর 'সশস্ত্র বাহিনী দিবস' হিসেবে পালন করা হয়।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সুদৃঢ় প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার নীতিতে বিশ্বাসী। স্বাধীনতা অর্জনের পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু দেশের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতিকে সুসংহত করার পাশাপাশি দেশের শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কার্যক্রম গ্রহণ করেন। আমাদের সরকারও সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নের ওপর যথাযথ গুরুত্বারোপ করেছে। পেশাগত দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি সশস্ত্র বাহিনী দেশের দুর্যোগ মোকাবেলা, অবকাঠামো নির্মাণ, আর্তমানবতার সেবা, বেসরকারি প্রশাসনকে সহায়তা এবং বিভিন্ন জাতিগঠনমূলক ও গণমুখী কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে। ১৯৯৭ সালের ঘূর্ণিঝড়, ১৯৯৮ সালের ভয়াবহ প্রলয়ঙ্করী বন্যা এবং এবছর দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে আকস্মিক বন্যা মোকাবেলায় সশস্ত্র বাহিনী দেশের সর্বস্তরের জনসাধারণের পাশাপাশি বিপন্ন মানুষের সহায়তায় যেভাবে এগিয়ে এসেছে তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়ায়ও বাংলাদেশের উপস্থিতি প্রমাণ করেছে।

'সশস্ত্র বাহিনী দিবসে' আমি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাঙ্গীণ সফলতা কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা
প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সেনাবাহিনী প্রধানের বাণী

বাঙালির জাতীয় জীবনে সশস্ত্র বাহিনী দিবস একটি গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক দিন। যথাযোগ্য মর্যাদা, নব প্রত্যয় এবং আত্মোৎসর্গের মহান অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে আমরা এই দিবসটি প্রতি বছর পালন করি। মাতৃভূমির যে কোন প্রয়োজনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে নিয়োজিত করার অনুপ্রেরণার উৎস এবং উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত নিয়ে প্রতি বছর আমাদের জীবনে ফিরে আসে একুশে নভেম্বর, আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দিবস। ঐতিহাসিক এই মহান দিনের আদর্শ আমাদেরকে আমাদের প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব এবং অখন্ডতা রক্ষার জন্য আত্মোৎসর্গের মহান ব্রতে সম্পৃক্ত করে। এই মহান দিনে আমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল অফিসার, জুনিয়র কমিশণ্ড অফিসার এবং সকল পদবীর সৈনিকবৃন্দকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

বাঙালির শাশ্বত সংগ্রামী জীবনের পথিকৃৎ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তি সংগ্রামের আহবানে সাড়া দিয়ে এদেশের মুক্তিকামী আপামর জনতার সাথে কাঁধে-কাঁধ মিলিয়ে আমাদের অকুতোভয় সেনানীরা হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। দীর্ঘ ন'মাস ব্যাপী সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালের এই দিনে আমাদের তিন বাহিনীর বীর সেনানীরা জল, স্থল এবং অন্তরীক্ষে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে সর্বাত্মক অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ রচনা করে। ফলে স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

এই বিশেষ দিবসে আমি গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি বাঙালি জাতির জনক, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল সদস্যকে যাঁরা মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মোৎসর্গ করেছেন এবং আমাদের স্বাধীনতাকে সুসংহত করেছেন। যাঁরা দেশ মাতৃকার জন্য নিঃশেষে প্রাণ উৎসর্গ করে আমাদেরকে স্বাধীন জাতির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে গেছেন; এই সকল শহীদানের বীরত্বের গৌরগাথা এবং আত্মত্যাগ আমাদের কাছে দেশপ্রেমের সুমহান দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। এই মহান দিবসে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্যের ব্যক্তিগত এবং পেশাগত জীবনে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আদর্শ অনুকরণীয় হিসেবে সমাদৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের ধারক ও বাহক বীর সেনানীদের ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল ঘটনাবহুল এই দিন নতুন প্রজন্মের সেনানীদেরকে সশস্ত্র বাহিনী দিবসের আদর্শে উজ্জীবিত করুক - আজকের দিনে এই আমার প্রত্যাশা। পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলের সহায় হউন। আমিন।

মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, বীর বিক্রম
লেফটেন্যান্ট জেনারেল
সেনাবাহিনী প্রধান

নৌবাহিনী প্রধানের বাণী

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত মহান সশস্ত্র বাহিনী দিবস আমাদের ইতিহাসে একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন। ১৯৭১ সালের এই দিনে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর সম্মিলিত যাত্রা শুরু হয়েছিল। এদিন হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে শুরু হয়েছিল বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর সমন্বিত আক্রমণ, যার সফল সমাপ্তি হয় বাঙালির চূড়ান্ত বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে। এই মহান দিনে আমি বাংলাদেশ নৌবাহিনীর সকল সদস্যকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই অমর দিনে স্বাধীনতা ঘোষণা ও মুক্তি সংগ্রামের মহানায়ক জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ মুক্তিযুদ্ধের সকল শহীদ ও অকুতোভয় বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। তাঁদের নিঃস্বার্থ ত্যাগের গৌরবময় ফসল আজকের এই সশস্ত্র বাহিনী। কর্তব্যনিষ্ঠা, দেশপ্রেম ও উন্নত পেশাগত দক্ষতার মাধ্যমে আজ আমাদের সশস্ত্র বাহিনী দেশে ও বিদেশে অর্জন করেছে সম্মান ও সুখ্যাতি। দুর্যোগ মোকাবেলা, ত্রাণ তৎপরতা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা, জাতিসংঘ শান্তি মিশনে দৃঢ় ভূমিকা ইত্যাদি কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী হয়েছে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত।

আমাদের মহান নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে একটি বলিষ্ঠ সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার জন্য ছিলেন দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। তাঁর সেই আকাঙ্খাকে গভীর দেশপ্রেম, দায়িত্ববোধ ও ত্যাগের মনোভাব নিয়ে বাস্তবায়নে আমাদের সশস্ত্র বাহিনী অঙ্গীকারাবদ্ধ। তাই নতুন শতাব্দীতে দেশ এবং জাতির অগ্রযাত্রার একনিষ্ঠ অংশীদার হিসেবে সততা, নিষ্ঠা ও পেশাগত দক্ষতা অর্জনে আমরা নিজেদের উৎসর্গ করবো - আজকের এই মহিমান্বিত দিনে এটাই হোক আমাদের নতুন শপথ।

এ তাহের
রিয়ার এডমিরাল
নৌবাহিনী প্রধান

বিমান বাহিনী প্রধানের বাণী

ত্যাগের মহিমা আর গৌরব গাথায় উজ্জ্বল ১৯৭১ এর ২১শে নভেম্বর। দিনটির গভীরে প্রোথিত রয়েছে সশস্ত্র বাহিনীর ঐতিহ্যের স্বাক্ষর, যা আমাদের উজ্জীবিত করে সকল কর্মে ও সর্বোচ্চ আত্মত্যাগে। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের উদ্যোগে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় ক্রোড়পত্রের মাধ্যমে মহিমান্বিত এ দিনটির গুরুত্ব জাতির কাছে তুলে ধরার মহতী প্রচেষ্টাকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি। এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে দেশের নবীন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত করবে।

বাঙালির জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন স্বাধীনতাকে বাস্তবায়িত করতে ২১শে নভেম্বর পালন করেছে এক অতি কার্যকর ও গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা। কাংখিত বিজয়কে ত্বরান্বিত করতে এদিন থেকেই শুরু হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়। ধ্রুবতারার মত দেদীপ্যমান এদিনটির চেতনা আমাদের এবং অনাগত দিনের নবীন প্রজন্মের জন্য হবে আলোক বর্তিকা। এ মহান দিনে আমি সশস্ত্র বাহিনীর সে সকল বীর যোদ্ধাদের গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি যাদের আত্মত্যাগের ফসল আজকের স্বাধীন বাংলাদেশ। আজকের এই দিনে আমি মহান আল্লাহর কাছে সকল শহীদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনকে জানাচ্ছি আমার আন্তরিক সমবেদনা। সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যসহ সকল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জানাই আমার সশ্রদ্ধ অভিনন্দন।

আমাদের পূর্বসূরীদের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও অকৃত্রিম দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হয়ে দেশের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের সুদৃঢ় অঙ্গীকারই হবে আজকের দিনটির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। পরম করুণাময় আল্লাহ্ তায়ালা আমাদের সহায় হোন।

জামাল উদ্দিন আহমেদ
এয়ার ভাইস মার্শাল
বিমান বাহিনী প্রধান